নি/ক

দৈনিক ইত্তেফাক

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 23 OCT 1986
পৃষ্ঠা 3 কলাম 3

41

বিদ্যালয়ের ছাদ ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা।। জীবনের ঝুঁকি নিয়া ক্লাস

সাতক্ষীরা, ২১শে অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)—১৯১৪ সালে তৎকালীন সাতক্ষীরা মহকুমার তালা থানায় স্থাপিত কুমিরা উচ্চ বিদ্যালয়টি গত ৭২ বছর যাবৎ এতদঞ্চলের বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তার করিয়া চলিলেও অর্থ সংকট ও সংস্কারের অভাবে ঐ বিদ্যালয়ভবনটি এখন বিপজ্জনক ভবনে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকরা মারাত্মক বিপদের ঝুকি নিয়া ঐ ভবনে ৫ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর ক্লাস চালাইতে বাধ্য হইতেছেন।

বর্ষা মৌসুমে কোন কোন দিন ক্লাস নেওয়া এবং ঐভবনে অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মতে, যেকোন 'মুহূর্তে' বিদ্যালয় ভবনের ছাদ ধসিয়া ঢাকার জগন্নাথ হলের মত হৃদয়বিদারক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাইতে পারে। এই জরাজীর্ণ স্কুল ভবনটি বহু পূর্বেই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু সংস্কারের সামর্থ না থাকায় এবং বিকল্প ব্যবস্থার অভাবে জীবনের ঝুঁকি লইয়া ছাদ হইতে পড়া বৃষ্টির পানির মধ্যে স্কুল কক্ষগুলিতে ক্লাস চালাইতে হয়।

প্রধান শিক্ষক আরও জানান, স্কুলটির বিপজ্জনক অবস্থার প্রেক্ষিতে, তালা উপজেলা চেয়ারম্যান এবং সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক গত বছর ১৭ই নভেম্বর স্কুলের কক্ষগুলিতে ক্লাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। কিন্তু শিক্ষা বর্ষের শেষ দিকে ক্লাস বন্ধ রাখা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ক্ষতি-কর বিধায় সাবধানতা অব-লম্বনের মাধ্যমে কোন কোন

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

বিদ্যালয়ের ছাদ

(৩য় পৃঃ পর)

কক্ষে কোন রকমে ক্লাস চালান হয়। এ বছরও অতি সাবধানে ক্লাস চালু থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক অতিবর্ষণে অবস্থা আরও বিপজ্জনক হইয়া পড়ায় স্কুলের ক্লাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ৫ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ প্রায় অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। প্রধান শিক্ষক আরও জানান, ঐতিহ্যবাহী এই প্রাচীন স্কুলটি মেরামত বা সংস্কারের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য শিক্ষা বিভাগসহ বিভিন্ন মহলের নিকট বহুদিন যাবৎ আবেদন-নিবেদন করা হইতেছে। কিন্তু বাস্তব ফল এখনও কিছু পাওয়া যায় নাই।

ভৈরবের সংবাদদাতা জানান, সংস্কারের অভাবে ভৈরব রেল-ওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাদ যে কোন সময় ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

২৫ বৎসর পূর্বে নির্মিত বিদ্যালয়ের ছাদের স্থানে স্থানে ফাটল দেখা দিয়াছে। দেয়ালের বিভিন্ন অংশের আস্তরও খুলিয়া পড়িতেছে। বৃষ্টি হইলেই পানি পড়ে এবং ভিতর ভিজিয়া যায়।

গত মে মাসের এক ঝড়-বৃষ্টিতে বিদ্যালয়ের পূর্বদিকের বাউণ্ডারী ওয়ালটি ধসিয়া পড়ে। স্থানীয় রেলওয়ে প্রকৌশলীদের অভিমত, বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনটি যে কোন মুহূর্তে ধসিয়া পড়িতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ের প্রায় সব কয়টি ক্লাস বাহিরের একটি টিনের ঘরে সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে। সেখানে ২ শিফটে ক্লাস চলে।

বাগেরহাটের সংবাদদাতা জানান, গত ৮ই অক্টোবর অতি-বর্ষণে বাগেরহাট জাহানাবাদ গার্লস হাই স্কুলের নিকটে ছাত্রীদের পুরাতন হোস্টেল—ভবনের আংশিক ধসিয়া পড়ায় ২ জন ছাত্র-ছাত্রী (ছন্দা (৮) ও তাপস (৫)) আহত হয়।

ইহাছাড়া গত ২৬শে সেপ্টে-ম্বর বাগেরহাট সরকারী পি, সি, কলেজের পুরাতন বিজ্ঞান ভব-নের ছাদ ধসিয়া পড়ে। তবে এখানে কেহ হতাহত হয় নাই। ঐ কলেজের আরও কয়েকটি ভবন ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।

লামার সংবাদদাতা জানা চকরিয়া উপজেলার সাহারবি ও বাটাখালী প্রাথমিক বিদ্যাল দুইটির জরাজীর্ণ ছাদ যে কো সময় ভাঙ্গিয়া পড়ার আশ দেখা দিয়াছে। সাহারবি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ বাঁ খুঁটি দ্বারা ঠিকা দিয়া রা হইয়াছে। ছাদের আস্তর ধসি পড়ায় এই স্কুলের কয়েকজন ছ আহত হইয়াছে। বাটাখাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা অনুরূপ বলিয়া বিদ্যালয় কমি জানান।

পিরোজপুর সংবাদদাত জানান, মঠবাড়িয়া উপজেলাধী ২৪ নং নিজফুলঝুড়ি নূরিয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যাল ভবনটি যে কোন সময় ধসিয় পড়িয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন নাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে।

বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী জানান প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিশিষ্ট বিদ্যানুরাগী আলহাজ্ব নেসার অহমদ নিজ খরচে বিদ্যালয় ভবনটি নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে ভবনটির কোন প্লাষ্টার বা মেরামতের কাজে হাত দেওয়া হয় নাই। চুন-সুরকির গাঁথুনি দিয়া তৈরী স্কুল ভবন-টির দেয়ালের অনেক স্থানে বিরাট বিরাট ফাটল দেখা দিয়াছে এবং ছাদ দিয়া ব্যাপক-ভাবে বৃষ্টির পানি পড়ে। পূর্বে বহুবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিদ্যালয় ভবনটির পুনঃ-নির্মাণের জন্য আবেদন করা হইয়াছে; কিন্তু এ পর্যন্ত কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

বর্তমানে জীবনের ঝুঁকি নিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার কাজ চালানো হইতেছে। কিন্তু যে কোন সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাইতে পারে।